



83121 - সাহাবীদরে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মর্যাদা

প্রশ্ন

সাহাবীদরে মর্যাদা ও অন্যদের তুলনায় তাদের বিশেষত্বগুলোর বিবরণ আশা করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাহাবীদরে ﷺ (দ্বীনদারতি) ও মর্যাদায় বিশ্বাস করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতের মাযহাব। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কতিবাবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে তাদের প্রশংসা করছেন। বহু প্রসঙ্গে এই সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ বপুল পরমাণে বর্ণিত হয়েছে যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাদেরকে অনেকে মর্যাদা প্রদান করছেন ও ভালো গুণাবলিতে ভূষিত করছেন। যার ফলে তারা আল্লাহর কাছে সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান লাভ করছেন। আল্লাহ তা'আলা যমেনভাবে তার রসিলাত (রাসূলের দায়িত্ব) বহনরে জন্য বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্তদেরকে বাছাই করেন, তমেনভাবে তিনি নিবুয়তের উত্তরাধিকারের জন্য এমন কাউকে নির্বাচন করেন যে এই নিয়ামতের শুরুরিয়া করবে এবং এই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

“আল্লাহ তার রসিলাত (রাসূলের দায়িত্ব) কোথায় দবিনে তা তিনিই ভালো জানেন।”[সূরা আন'আম: ১২৪]

ইবনুল কাইয়্যামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহ সুবহানাহু ভালো জানেন যে, তিনি তার রসিলাতের দায়িত্ব মৌলিকভাবে কাকে দবিনে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে কারা এটি পাবে। তিনি ভালো জানেন কে এই রসিলাত বহনরে সবচেয়ে উপযুক্ত, যে কনি বিশ্বস্ততা ও কল্যাণকামতির সাথে এটি মানুষের কাছে পৌঁছে দবে, প্ররেকারীকে সম্মান করবে ও তাঁর অধিকার আদায় করবে, তাঁর আদেশে পালনে ধৈর্যধারণ করবে, তাঁর দয়া নিয়ামতের শুরুরিয়া আদায় করবে এবং তাঁর নকৈট্য অর্জন করবে। আর তিনি এও জানেন কোন ব্যক্তি এর উপযুক্ত নয়। অনুরূপভাবে তিনি জানেন কোন জাতের লোকেরা রাসূলদের উত্তরাধিকার হওয়া, তাঁদের খলিফত বা প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত এবং তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে তাঁরা যা পৌঁছে দিয়েছেন সটো বহন করার সবচেয়ে উপযুক্ত।”[ত্বরীকুল হজিরাতাইন (পৃ. ১৭১)]

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

“এভাবেই আমি কিছু মানুষকে দিয়ে অপর কিছু মানুষকে পরীক্ষা করছি। যার ফলশ্রুতিতে তারা বলবে, ‘আল্লাহ কি আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন?’ ‘কৃতজ্ঞতা কারা’ সবে ব্যাপারে আল্লাহ কি সর্বজ্ঞ নন?”[সূরা আন’আম: ৫৩]

শাইখ সাঈদী রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘যারা নিয়ামতকে চিনতে পারবে, নিয়ামতের স্বীকৃতি দিবে এবং নিয়ামতের দাবি অনুযায়ী নকে আমল করবে, তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা করেন; এমন কারো প্রতি করেন না যে কৃতজ্ঞ নয়। কারণ আল্লাহ তা’আলা প্রজ্ঞাময়। তিনি এমন কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন না যে সটেরি উপযুক্ত নয়।’

সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রসঙ্গে যমেনভাবে আয়াত-হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তমেনভাবে তারা যে সমস্ত কারণে এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছে সেগুলোও উদ্ধৃত হয়েছে। এ ধরণে উদ্ধৃতির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاهِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সঙ্গীরা কাফরেদের প্রতি কঠোর এবং নজিরো পরস্পরে প্রতি সহানুভূতশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় তাদেরকে তুমিরিকু ও সজিদাহরত অবস্থায় দেখতে পাবে। সজিদায় দাগজনতি তাদের (ঈমানের) চহ্ন তাদের চহোরায বদ্যমান। তাদের এমন বর্ণনা আছে তাওরাতে। আর ইঈজলিতে তাদের বর্ণনা এরূপ: একটি বীজের মত, যা (বপন করার পর) তার অঙ্কুর উদ্গত করে, অতঃপর আল্লাহ তাকে শক্ত করেন এবং অঙ্কুরটি ক্রমে মোটা হয় ও নজিরে কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যা বপনকারীদের মুগ্ধ করে। (একইভাবে আল্লাহ মুমনিদের ক্রমে শক্তিশালী করেন) যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফরেদেরকে রাগিয়ে দিতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নকেকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও এক মহা পুরস্কারের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”[সূরা ফাতহ: ২৯]

সাহাবীদের সুউচ্চ মর্যাদাকে অন্যতম যে বিষয়টি আবশ্যক করে তলে সেটি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক তাদের ব্যাপারে প্রদত্ত সাক্ষ্য। আল্লাহ তাদের অন্তরে পরশুদ্ধি ও ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক মহান সাক্ষ্য। ওহীর সমাপ্তি ঘটার পর আর কোনও মানুষের পক্ষে এমন সাক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ বাণীটি শুনুন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

“অবশ্যই আল্লাহ মুমনিদরে প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গছেন যখন তারা গাছটির নচি তোমার হাতে বায়াত করছিল। তিনি তাদের মনের কথা জানে তাদের উপর শান্তি নাযলি করছেন এবং তাদেরকে এক নকিটবর্তী বজিয়ে প্রতিদিন দিচ্ছেন।”[সূরা ফাতহ: ১৮]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ ‘তাফসীরুল কুরআনলি আযীম’ (৪/২৪৩) গ্রন্থে বলেন:

‘তিনি তাদের মনের কথা জানে’ অর্থাৎ তাদের সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পূরণ করার মানসিকতা এবং শোনা মাত্র আনুগত্যের মনোভাব সম্পর্কে জানে।’[সমাপ্ত]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য কতই না চমৎকার: ‘তোমাদের কউে যদি কারো অনুসরণ করতে চায় সে যেন মৃতদেরকে অনুসরণ করে। কারণ জীবিত মানুষ (দ্বীনরে ব্যাপারে) ফতিনা থেকে মুক্ত নয়। আর মৃত ব্যক্তিরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, যারা পরচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ, পরপূর্ণ জ্ঞান এবং কৃত্রিমিতাবর্জিত হওয়ার দিক থেকে এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রিয় রাসূলরে সাথে ও দ্বীন কায়মেরে জন্য মনোনীত করছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের মর্যাদা জানে নাও, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাদের চরিত্র ও জীবন পদ্ধতি ম্যবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরাই (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে নরিদশেতি) সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।’[ইবনে আব্দলি বার তার আল-জামে’ (১৮১০) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন]

আল্লাহ তাআলা মুহাজরি এবং আনসার সাহাবীদেরকে জান্নাত ও চরিস্থায়ী সুখেরে ওয়াদা দিচ্ছেন এবং তাদের উপর নজিরে সন্তুষ্টির কথা এমন কিছু আয়াতে ঘোষণা করছেন যে আয়াতগুলো কয়ামতেরে দিন পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। যে ব্যক্তি এমন মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নয় তার ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটবে কী যুক্তযুক্ত?!

মহান আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“প্রথমদিকেরে মুহাজরি ও আনসারদেরে প্রতি ও তাদের যথার্থ অনুসারীদেরে প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদশে দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চরিকাল থাকবে। এটাই তো মহা সাফল্য।”[সূরা তাওবাহ (১০০)]

তাদের মর্যাদার সাক্ষ্য দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবী-রাসূলদেরে সর্দার। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলেন, তাদের আত্মত্যাগ ও দৃঢ় প্রত্যয় সচক্ষে দেখেছেন। তাই নজি সাহাবীদেরে সম্মানে ও ভালবাসায় তিনি কিছু চরিন্তন বাণী বলে গছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, তোমাদের কড়ে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও তাদের হাতের এক মুদ বা এর অর্ধেক পরিমাণ দানের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে না।”[হাদীসটি বুখারী (৩৬৭৩) ও মুসলিম (২৫৪০) বর্ণনা করেন]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সর্বোত্তম হচ্ছে আমার প্রজন্ম। তারপর পরবর্তী প্রজন্ম। এরপর এর পরবর্তী প্রজন্ম।”[হাদীসটি বুখারী (২৬৫২) ও মুসলিম (২৫৩৩) বর্ণনা করেন]

খতীবী বাগদাদী রাহমিহুল্লাহ ‘কফিয়াহ’ (৪৯) গ্রন্থে বলেন: ‘যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোনো কিছু বর্ণিত না হত তবুও তাদের হজিরত, জহিদ, সাহায্য (নুসরত), জান-মাল বসির্জন, নজি পতি-সন্তানকে হত্যা করা, দ্বীনকে ব্যাপারে কল্যাণকামতি এবং ঈমান ও একীনের মজবুতি ইত্যাদি যে গুণগুলোর অধিকারী তারা ছিলেন সেটো তাদের দ্বীনদারতা ও নযিকলুযতার বশির্ভাসকে সুনিশ্চিত করে। এও নিশ্চিত করে যে, তাদের পরে যুগ যুগ ধরে কয়ামত পর্যন্ত সত্যতা ও দ্বীনদারির সাক্ষ্যদাতা হিসেবে যত মানুষ আসবে তাদের মধ্যে তাঁরা সর্বোত্তম। এটাই সকল আলমেরে মাযহাব এবং ফকীহদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের বক্তব্য।’[সমাপ্ত]

আর যদি আমরা তাদের এমন সব অবস্থানের বর্ণনা দিতে যাই যেখানে তারা দ্বীনকে সাহায্য করছেন এবং তাদের এমন সব কর্মের বিবরণ দিতে যাই যার দ্বারা তারা সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত অবস্থান লাভের যোগ্য হয়েছেন তাহলে বশির্ভাল বশির্ভাল গ্রন্থগুলোও যথেষ্ট হবে না। কারণ তাদের সমগ্র জীবনই ছিল আল্লাহ তা‘আলার পথে। এমন কোন বই আছে যেখানে দুনিয়াতে কল্যাণ ও উত্তমতা ছড়িয়ে দেওয়া শত শত সাহাবীর জীবনী ধারণ করতে পারবে?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের অন্তরগুলোর দিকে নজর দিয়ে দেখতে পালেনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই তিনি তাকে নজিরে জন্য বাছাই করলেন এবং তাঁকে নজি রসিলাত দিয়ে প্রেরণ করলেন। এরপর মুহাম্মাদের অন্তরের পর তিনি অন্য বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পালেনে তাঁর সাহাবীদের অন্তরগুলো সর্বোত্তম। তাই তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজরি বানিয়ে দলিলে। যারা তাঁর দ্বীনকে পক্ষ লড়াই করে। অতএব, মুমনিরা যটোকে উত্তম মনে করে সেটো আল্লাহর কাছে উত্তম। আর মুমনিরা যটোকে মন্দ মনে করে সেটো আল্লাহর কাছে মন্দ।’[সমাপ্ত][এ বাণীটি ইমাম আহমদ মুসনাদ (১/৩৭৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেন। মুহাক্ককিরা বলেন: হাদীসটির সনদ হাসান]

দুই:

আমাদের জন্য এটি জানা জরুরী যে সাহাবীরা নযিপাপ নয়। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতের মাযহাব। তারা মানুষ, তাই

অন্য মানুষদের দ্বারা যা ঘটতে পারে তাদের দ্বারাও তা ঘটতে পারে।

কোন কোন সাহাবী দ্বারা যে সমস্ত পাপ কাজ বা ভুল সংঘটিত হয়েছে সেগুলো নবীজীর সাহচর্যেরে মর্যাদার পাশে রাখলে ক্షমারহ। কারণ সংকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। দ্বীনরে স্বার্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনে সাহাবীর এক মুহূর্তরে অবস্থান অন্য কোনে কছির সমতুল্য নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়্যা রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘আহলুস সুন্নাহ তাদের ব্যাপারে উত্তম কথা বলে, তাদের জন্য রহমতরে দোয়া করে এবং তাদের জন্য ক্షমা প্রার্থনা করে। তবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য গুনাহ ও ইজতহিদে ভুল করার ক্షত্রে নষিপাপত্বরে বশ্বাস রাখে না। তিনি ছাড়া অন্য যে কারো ক্షত্রে গুনাহ ও ভুল করা সম্ভব। তবে তাঁরা সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: **أُولَئِكَ الَّذِينَ** **نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ** “এদের ভালো কাজগুলো আমি গ্রহণ করব এবং খারাপ কাজগুলো উপেক্ষা করব।” [সূরা আহক্বাফ: ১৬] আর আমলরে ফজলিত পরণিতি ও ফলাফলরে ভিত্তিতে নর্ধারতি হয়; শুধু বাহ্যিক রূপরে ভিত্তিতে নয়।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৪৩৪)]

কুরআন-সুন্নাহয় একাধিক প্রক্షাপটে এ বযিট সাব্যস্ত করা হয়েছে। উহুদরে যুদ্ধরে দনি সাহাবীদের মধ্যযে যারা পছি হটেছিল তাদেরকে ক্షমা করে দিয়ে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“যদেনি দুটি দিল (উহুদরে যুদ্ধক্షত্রে) মলিতি হয়েছিল সদেনি তোমাদের মধ্যযে যারা পশ্চাদপসরণ করেছিল, আসলে তাদের উপার্জতি কছি পাপরে কারণে শয়তান তাদেরকে স্থলতি করেছিল। তবে আল্লাহ তাদেরকে ক্షমা করে দিয়েছেন। নশ্চয়ই আল্লাহ ক্షমাপরায়ণ, সহনশীল।” [সূরা আলে-ইমরান: ১৫৫]

যখন কোনে এক সাহাবী মক্কা বজিরে বছর মুসলমি বাহনীর যাত্রার খবর কুরাইশকে জানয়ি দিয়ে যখন পাপে জড়য়ি পড়নে এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়্যাল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: “সে তো বদররে যুদ্ধে অংশ নয়িছে। কীসে তোমাকে জানাবে যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহতি আছনে। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো; আমি তোমাদেরকে ক্షমা করে দিয়েছি।” [বুখারী ও মুসলমি (২৪৯৪)]

এছাড়া আরো অনকে স্থানে সাহাবীদের দ্বারা বশে কছি পাপ ও গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্షমা করে দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে তারা সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে কথিবা তার মৃত্যুর পরে তারা যে সমস্ত ভুলে লপ্ত হয়েছিল সেগুলো কোনেভাবে তাদের মর্যাদাকে ক্షুণ্ন করবে না। কোনে



তাদরে মর্যাদা ও জান্নাতরে সুসংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতগুলো এমন কিছু বর্ণনা যগুলোকে কোনেও কিছুই রহিত করার নাই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।